সংবাদ

তারিখ ... 11 APR 2003
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৮

৫৮টির মধ্যে ২২টি পদ শূন্য

শিক্ষক সঙ্কটের কারণে বৃন্দাবন সরকারি কলেজে লেখাপড়া বিঘ্নিত

হবিগঞ্জ থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা : বৃন্দাবন সরকারি কলেজে এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান কার্যক্রম মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে। প্রায় ১৫ মাস যাবৎ ইসলামী শিক্ষা বিভাগের সবক'টি শিক্ষকের পদই শূন্য রয়েছে। কলেজের মঞ্জুরিকৃত ৫৮ জনের মধ্যে বিভিন্ন বিভাগে ২২টি পদ শূন্য রয়েছে। জানা যায়, বাংলা বিভাগে ৪টি পদের মধ্যে একটি প্রভাষকের পদ খালি রয়েছে। ইংরেজি বিভাগে ৪টি পদের মধ্যে শিক্ষক রয়েছে মাত্র ২ জন। শূন্য রয়েছে সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপকের ২টি পদ। অর্থনীতি বিভাগেও একই অবস্থা। ৪ জনের মধ্যে এ বিভাগে সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকের পদ ২টি খালি রয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে ১টি করে প্রভাষকের পদ শূন্য রয়েছে। ইতিহাস এবং দর্শন বিভাগে যথাক্রমে একটি প্রভাষক এবং ২টি প্রভাষকের পদ খালি রয়েছে। ইসলামী শিক্ষা বিভাগে মঞ্জুরিকৃত সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকের পদের একটিতেও কোন শিক্ষক নেই। ফলে এ বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান প্রায় ১৫ মাস ধরে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আছে। পদার্থবিদ্যা বিভাগে ৪টির পদের মধ্যে ২টি প্রভাষকের পদ শূন্য। রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের অবস্থাও একইরকম। রসায়ন বিদ্যা বিভাগে সহযোগী ও সহকারী অধ্যাপকের ২টি পদই শূন্য এবং উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকের পদ ২টি খালি। প্রাণীবিদ্যা, বিভাগে ১টি প্রভাষক ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে ২টি প্রভাষকের পদ শূন্য।

এ কলেজে বিভিন্ন বিভাগে মঞ্জুরিকৃত ১৪ জন সহযোগী অধ্যাপকের স্থলে কর্মরত আছেন ১১ জন, ১৫ জন সহকারী অধ্যাপকের স্থলে রয়েছেন ১২ জন এবং ২৯ জন প্রভাষকের মধ্যে ১৩টি প্রভাষকের পদই শূন্য প্রায় আড়াই হাজার অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ৪শ', বাণিজ্য বিভাগে প্রায় ৩শ' এবং মানবিক বিভাগে ১ হাজার ৭শ' ৫০ জন। ১৯৮০ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এ কলেজটিকে সরকারি করার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেকনজর না থাকায় তখন থেকেই শিক্ষক সঙ্কট লেগেই আছে। পরবর্তীতে গত সরকারপ্রধান শেখ হাসিনা এ কলেজটিতে স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু করলেও শিক্ষক সঙ্কট কাটেনি; বরং অনার্স কোর্স চালু করে শূন্য পদে নিয়োগ না দেয়ায় এবং বদলিকৃত শিক্ষক পদের বিপরীতে অন্য কোন শিক্ষক না দেয়ায় সঙ্কট আরও ঘনীভূত হয়। বর্তমান খালেদা জিয়ার সরকারও শূন্য শিক্ষক পদে কোন নিয়োগ দেয়নি। শিক্ষক সঙ্কটের কারণে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান ব্যাহত হওয়ায় অভিভাবক মহল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। ছাত্রছাত্রীরা অবিলম্বে শূন্য শিক্ষক পদে নিয়োগ দিয়ে সমস্যা সমাধানে আন্তরিক হওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। অন্যথায় তারা আন্দোলনের হুমকি দেন।